

## মানব সম্পদ বিভাগ

প্রশাসন পরিপত্র নং- ২৬/২০২১

তারিখঃ ২৯.০৭.২০২১

### বিষয়ঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্মচারি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২১

“প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্মচারি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২১” পরিচালনা পর্ষদের ২৯.০৬.২০২১ তারিখের ৮১তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়।

অনুমোদিত নীতিমালা সকলের জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ নীতিমালা মোট ১১ পাতা।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

(মোঃ মারফত আলী)

ডিজিএম-প্রেমণে,

বিভাগীয় প্রধান, মানব সম্পদ বিভাগ

৬

সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

- ১। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
- ৩। শাখা ব্যবস্থাপক, সকল শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
- ৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৫। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৬। অফিস কপি।

## “প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্মচারি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২১”

### ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ

(ক) এ নীতিমালা “প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্মচারি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২১” নামে অভিহিত হইবে;

(খ) পরিপত্র জারীর তারিখ হইতে কর্মচারি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২১ কার্যকর হইবে এবং “প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্মচারি গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৯” এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

### ২। সংজ্ঞাঃ বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক) ‘গৃহ নির্মাণ অগ্রিম’ অর্থ জমি ক্রয়ের জন্য একক/গুপ ভিত্তিক অগ্রিম, বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণ, বাড়ি সংস্কার, সম্প্রসারণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য একক/গুপ ভিত্তিক অগ্রিম, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক/গুপ ভিত্তিক অগ্রিম, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক/গুপ ভিত্তিক অগ্রিম এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অগ্রিমকে বুঝাইবে;

(খ) ‘কর্মচারী’ অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের স্থায়ী কর্মচারিগণকে বুঝাইবে।

(গ) ‘অগ্রিম গ্রহীতা’ অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মচারী যারা এই নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতাসম্পন্ন।

(ঘ) ‘সংস্কার’ (রিকনস্ট্রাকশন ও রিপিয়ার) অর্থ বন্ধকী বাড়ির এমন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ যেমন নেট ফিনিসিং এর স্থলে উন্নতমানের মোজাইক করা/ টাইলস/ মার্বেল/গ্রানাইট/পাথর লাগানো, কাঠের জানালা বা স্টিলের পরিবর্তে থাই এ্যালুমিনিয়াম লাগানো এবং উন্নতমানের দরজা (ফিটিংসহ) লাগানো। জল ছাদ নির্মাণ, সম্পূর্ণ বাড়ি বা তাহার বৃহত্তর অংশের পুরাতন আস্তর প্লাস্টার পরিবর্তন করিয়া নতুনভাবে রং, প্লাস্টার করা, সিরামিক ইট লাগানো, পুরাতন ইলেকট্রিক লাইন বা পানির লাইন/ স্যানিটারী পরিবর্তন করা ইত্যাদিকে বুঝাইবে। সাধারণ মেরামতকে কোনভাবেই সংস্কার বুঝাইবে না।

(ঙ) ‘পুনঃ নির্মাণ’(রি-মডেলিং) অর্থ নির্মিত বাড়ির মূল অবকাঠামো ক্ষতিসাধন, ঝুঁকি সৃষ্টি না করিয়া নতুনভাবে প্লান অনুমোদন সাপেক্ষে নির্মিত ভবনের কিছু কিছু অংশের যে পরিবর্তন করা হইবে উহাকে বুঝাইবে। এই ধরনের নির্মাণ কাজে বাড়ির মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(চ) এই নীতিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে।

### ৩। অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

(১) অগ্রিম গ্রহীতা কর্মচারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হইতে হইবে।

(২) ব্যাংকের চাকরিতে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারী যাহারা ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি সম্পন্ন করিয়াছেন তাহারা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিবেন। তবে বর্ধিত ঋণের সিলিং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ০১ (এক) বছর থাকিতে হইবে এবং অবসরোত্তর পাওনাদির সাথে সমন্বয় রেখে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাংকে কর্মরত থাকিলে ক্রয়কৃত একই জমির (জমির মূল্যসহ) উপর গুপ ভিত্তিক ফ্ল্যাট বণ্টননামা রেজিট্রি চুক্তির মাধ্যমে ভবন নির্মাণের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। তবে স্বামী-স্ত্রীর যুগ্মভাবে অগ্রিম মঞ্জুরের ক্ষেত্রে উহার পরিমাণ জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/ তৈরি বাড়ি ক্রয় মূল্যের অধিক হইবে না এবং পৃথক জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের বিপরীতে উভয়কে পৃথকভাবে ঋণ মঞ্জুর করা যাইবে।

(৪) কোন কর্মচারী জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/ তৈরি বাড়ি ক্রয় করিবার পর বসবাসের সুবিধার্থে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার প্রাপ্য সিলিং এর অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) দিয়ে অন্য একটি জমি/প্লট/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি ক্রয় করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে বন্ধকী প্রদান করিতে হইবে।

(৫) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অর্থে জমি ক্রয় কিংবা আংশিক বাড়ি নির্মাণ করিয়া এবং ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সৃষ্টি করিবার পর কোন কর্মচারী বিশেষ কোন কারণে সেইখানে বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে না পারিলে এবং উক্ত জমির

পরিবর্তে অন্য কোন জমিতে নির্মাণ কাজ করিতে চাইলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে তাহা করা যাইবে। এইক্ষেত্রে পুনঃবন্ধকের যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে। এইরূপ সুযোগ কোন অবস্থাতেই চাকরিকালীন একবারের অধিক প্রদান করা যাইবে না।

(৬) ব্যাংকের চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন/প্রেমণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবেন না।

(৭) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংকের বাহিরে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেমণে নিয়োজিত থাকিলেও তাহার মূল ব্যাংক হইতে অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হইবেন।

(৮) কর্মচারীকে নিজস্ব/স্বামী/ স্ত্রীর মালিকানাধীন জমির উপর বাড়ি নির্মাণের জন্য/বাড়ি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয় কিংবা বাড়ি সংস্কার, সম্প্রসারণ, মেরামত বা পুনঃনির্মাণের জন্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে জমি/ফ্ল্যাট/ বাড়ির রেজিষ্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৯) কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে টেক-হোম-পে হইবে গ্রস পে এর ন্যূনতম ২৫%। “টেক-হোম-পে” বলিতে কর্মচারীর গ্রস পে হইতে ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত নিজস্ব চাঁদা, সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ডের চাঁদা এবং ব্যাংক হইতে গৃহীত অন্যান্য ঋণের বিপরীতে নির্ধারিত কিস্তি কর্তনের পর প্রকৃত উত্তোলনযোগ্য নীট বেতনকে বুঝাইবে।

(১০) ইতিপূর্বে ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য যাহারা পূর্ণ অগ্রিম সিলিং গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ফ্ল্যাটের পরিসর কম এবং গ্যারেজের ব্যবস্থা নেই তাহারা পূর্বের অগ্রিম সমন্বয়ের শর্তে নতুন করে পূর্ণ অগ্রিম সিলিং ভোগ করিতে পারিবেন। এ সুবিধা সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বার ভোগ করিতে পারিবেন। তবে অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্য যাবতীয় বেনিফিট (ছুটি নগদায়নসহ) হইতে অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে।

(১১) নতুন আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে গ্রেড ভিত্তিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রিম প্রদানের পর বাজেট থাকা সাপেক্ষে ইতিপূর্বে অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে গ্রেড ভিত্তিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।

(১২) কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা কিংবা নিষ্পত্তাধীন কোন বিভাগীয় মামলা/ব্যখ্যা তলব/অন্য কোন প্রশাসনিক কার্যক্রম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তবে এ সমস্ত কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর বিধি মোতাবেক অগ্রিম প্রাপ্তিরযোগ্য হইবেন।

(১৩) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ি ব্যতীত নিজ/স্বামী/স্ত্রী এর নামে ইতিপূর্বে (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে অগ্রিম গ্রহণের পূর্বে) ক্রয়কৃত জমির উপর এই নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ণ সিলিং (জমির মূল্যসহ) অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন। এক্ষেত্রে হেবা দলিলসহ যে কোন দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে।

(১৪) ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত অভিন্ন বাড়িতে/ফ্লাটে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম দ্বারা নির্মিত বাড়ি/ফ্ল্যাট এর ক্ষেত্রে শেষ কিস্তি গ্রহণের ন্যূনতম ৪ বৎসর পর সংস্কারের জন্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবে। সংস্কার সম্প্রসারণ ও মেরামতের জন্য একবার অগ্রিম প্রদানের পর পরবর্তী ৪(চার) বছরের মধ্যে সংস্কার বাবদ কোন অগ্রিম দেওয়া যাইবে না। বাড়ি/ফ্ল্যাটের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও মেরামতের জন্য চলমান সিলিংয়ের আওতায় সিলিংয়ের অবশিষ্টাংশ (যদি থাকে) প্রকৌশলী রিপোর্ট সাপেক্ষে অগ্রিম প্রদান করা যাইবে। গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের মাধ্যমে এককভাবে বাড়ি নির্মাণকারী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বোচ্চ ৪ (চার) বার এবং ইহা ব্যতীত অন্যরা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার সংস্কার বাবদ অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৫) সরকার কর্তৃক পদোন্নতি প্রদানপূর্বক পদায়নকৃত নির্বাহীগণ (জিএম ও তদুর্ধ্ব) চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ০১ (এক) বছর থাকা সাপেক্ষে এই নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবেন। তবে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত অগ্রিম/ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধের প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে।

4.  

৪। গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং:

ব্যাংকের কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণের সিলিং নিম্নরূপ হইবে (যাহা সময়ে সময়ে পরিচালনা বোর্ড হ্রাস/বৃদ্ধি করিতে পারিবে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	গ্রেড	কর্মচারীদের বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫)	সংশোধিত সিলিং			
			সকল এলাকা/ গাজীপুর এলাকা, কেরানীগঞ্জ ও আওতাধীন প্রকল্পসহ সম্পন্ন উন্নত এলাকা	সিটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও রাজউক অধীনস্থ ঢাকার সাভার, আশুলিয়া থানার স্বনামধন্য হাউজিং নাগরিক সুবিধা	কর্পোরেশন সকল পৌর অধীনস্থ সাতার, হাউজিং সুবিধা	অন্যান্য সদরের এলাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা জেলা সদরের নিকটস্থ সুবিধা উন্নত এলাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	১, ২, ৩, ৪ ও ৫	টঃ ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- ও তদূর্ধ্ব স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ	১০০.০০	৯০.০০	৮০.০০	
২	৬ ও ৯	টঃ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- ও টঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০/- স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৯৫.০০	৮৫.০০	৭৫.০০	
৩	১০	টঃ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৮০.০০	৭০.০০	৬০.০০	
৪	১১	টঃ ১২,৫০০-৩০,২৩০/- স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৭০.০০	৬০.০০	৫৫.০০	
৫	১২ ও ১৩	টঃ ১১,৩০০-২৭,৩০০/- ও টঃ ১১,০০০-২৬,৫৯০/- স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৬০.০০	৫৫.০০	৫০.০০	
৬	১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭	টঃ ১০,২০০-২৪,৬৮০/- টঃ ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- টঃ ৯,৩০০-২২,৪৯০/- টঃ ৯,০০০-২১,৮০০/- স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৫৫.০০	৫০.০০	৪৫.০০	
৭	১৮, ১৯ ও ২০	টঃ ৮,৮০০-২১,৩১০/- টঃ ৮,৫০০-২০,৫৭০/- টঃ ৮,২৫০-২০,০১০/- স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৫০.০০	৪৫.০০	৪০.০০	

৫। সিলিং এর আওতায় অগ্রিম হিসেবে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ নির্ধারণ পদ্ধতিঃ

একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম হিসেবে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহার পেনশন আনুতোষিক/গ্রাচুইটি এর সঙ্গে ভবিষ্য তহবিল এর বর্তমান স্থিতির সহিত জমাতব্য টাকা ও উহার সুদ যোগ করিয়া চাকুরীর মেয়াদপূর্তি সময়ের স্থিতি নির্ধারণ করিতে হইবে। অতঃপর উভয়ের যোগফলের সমপরিমাণ টাকা উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন। তবে উক্ত অগ্রিম কোন অবস্থাতেই ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত/জমাতব্য টাকা ও প্রাপ্য পেনশনের সর্বোচ্চ পরিমাণের বেশী হইবে না।

Ap. H. ৭৬ ৫৫

### উদাহরণঃ

একজন কর্মকর্তা যিনি আগামী ১০.০৬.২০৪৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করিবেন তাহার বেতন স্কেল (টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০) বর্তমানে (০১.০৭.২০২০ তারিখে) যদি মূল বেতন ৪৩১৭০/- টাকা হয় তবে তাহার অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতা হইবেঃ

(ক) ২৬ বছর পর (১০.০৬.২০৪৬ তারিখে) তাহার মূল বেতন দাঁড়াইবে ৭৮০০০/- টাকা। তাহা হইলে ১০.০৬.২০৪৬ তারিখে তাহার আনুতোষিক দাঁড়াইবে-  $৭৮০০০/- \times ৯০\% = ৭০২০০/- \div ২ = ৩৫১০০ \times ২৩০ = ৮০,৭৩,০০০/-$  টাকা।

(খ) ধরা যাক, তাহার ভবিষ্য তহবিলের বর্তমান স্থিতি (৩০.০৬.২০২০) ৩,৩৩,৫৭৭/- টাকা। পি এফ হতে মাসিক ১০% কর্তন করিলে ১০.০৬.২০৪৬ তারিখে তাঁর স্থিতি কমপক্ষে আনুমানিক ১,৫৭,৬৫,৫৬৪/- টাকা দাঁড়াইবে। অতএব তাহার অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতা দাঁড়াইবে  $৮০,৭৩,০০০/- + ১,৫৭,৬৫,৫৬৪/- = ২,৩৮,৩৮,৫৬৪/-$  টাকা। তবে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী পি এফ লিয়েনভুক্ত না করিয়া গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নিতে চাহিলে শুধুমাত্র তাহার প্রাপ্য আনুতোষিকের উপর হিসাব করিয়া সিলিং নির্ধারণ করিতে হইবে।

(গ) প্রাপ্য অগ্রিম পিআরএল কালীনসহ পরিশোধের পরিমাণ হিসাবায়ন করা হবে (অগ্রিম বিতরণকালীন পে-স্কেল অনুযায়ী)।

৬। সুদের হারঃ কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণের উপর বার্ষিক ব্যাংক হারে (যখন যে হার প্রযোজ্য) Reducing Method-এ সরল সুদ ধার্য হইবে। আদায়কৃত কিস্তি দ্বারা প্রথমে মূল অগ্রিম সমন্বয় হইবে।

৭। ফিঃ অগ্রিম গ্রহীতাকে গৃহ নির্মাণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি অথবা আগাম অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফি প্রদান করিতে হইবে না।

### ৮। অগ্রিম প্রদান/বিতরণঃ

(১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়/ভূমি উন্নয়নের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ০১ নং গ্রেড হইতে ২০নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সিলিং এর সর্বোচ্চ ৫০% অথবা প্রকৃত মূল্য, যাহা কম হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ ১ম কিস্তিতে বিতরণ করা যাইবে।

(২) অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সংক্রান্ত বিভিন্ন মঞ্জুরীর সর্বোচ্চ পরিমাণ ও বিতরণের কিস্তি হইবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	অগ্রিম গ্রহণের উদ্দেশ্য	মঞ্জুরির পরিমাণ	বিতরণের কিস্তি সংখ্যা
(ক)	জমি ক্রয় ও উন্নয়ন	ক) সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রেঃ (i) ৩০০/- জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ব্যাংকের একজন স্থায়ী কর্মচারীর নিকট হতে (যিনি ঋণগ্রহণকারী কর্মচারীর পদ মর্যাদার নিম্নের হবেন না, একটি গ্যারান্টি বহাল থাকা অবস্থায় কোন কর্মচারী অন্য কোন ঋণের গ্যারান্টার/জামিনদার হতে পারবেন না)। ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিম্যান্ড প্রমিজরি নোট সম্পাদনপূর্বক নির্ধারিত সিলিং এর ২০% প্রদান করা যাইবে। রেজিস্ট্রি বায়নাপত্র প্রদানের তারিখে/রেজিস্ট্রি বায়নাপত্র প্রদানের পরে অগ্রিমের অবশিষ্ট ৩০% অথবা প্রকৃত মূল্য, যাহা কম হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা যাইবে। অথবা, (ii) জমির বায়না রেজিস্ট্রির তারিখে/রেজিস্ট্রিকৃত বায়নানামা দাখিলের পর নির্ধারিত সিলিং এর ৫০% অথবা প্রকৃত মূল্য, যাহা কম হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা যাইবে। অথবা,	(i) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১+১=২ কিস্তিতে  (ii) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১ কিস্তিতে

4. H ১৫

		(iii) বায়নানামা ছাড়া সরাসরি জমি বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রেঃ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ি ব্যতীত নিজ/স্বামী/স্ত্রী এর নামে ইতিপূর্বে (এই নীতিমালার আওতায় অগ্রিম গ্রহণের পূর্বে) ক্রয়কৃত জমির উপর এই নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ণ সিলিং (জমির মূল্যসহ) অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন। এক্ষেত্রে হেবা/দানপত্র দলিলসহ যে কোন দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে। জমি বন্ধক প্রদানের তারিখে/বন্ধক প্রদানের পর নির্ধারিত সিলিং এর ৫০% অথবা প্রকৃত মূল্য, যাহা কম হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা যাইবে।	(iii) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১ কিস্তিতে
(খ)	ব্যাংকের অগ্রিমে ক্রয়কৃত জমির উপর বাড়ি নির্মাণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নির্ধারিত সিলিং এর অবশিষ্ট ৫০% (বা বেশি) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রদান করা হইবে।	২-৪টি সমান কিস্তিতে (মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কিস্তি নির্ধারণ করিতে হইবে)
(গ)	নিজ/স্বামী/স্ত্রী এর নামীয় মালিকানাধীন/ক্রয়কৃত জমির উপর বাড়ি নির্মাণ	বাড়ি নির্মাণের জন্য পূর্ণ সিলিং প্রাপ্যতা অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে প্রদান করা হইবেঃ i) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি ব্যতীত নিজ/স্বামী/স্ত্রী এর নামীয় জমির উপর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির মূল্যসহ পূর্ণ সিলিং প্রদান করা যাইবে। ii) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির উপর শুধু বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সিলিং প্রদান করা যাইবে। উল্লেখ্য, জমি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সিলিং বাড়ি নির্মাণের জন্য বিবেচিত হবে।	২-৮টি সমান কিস্তিতে (মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কিস্তি নির্ধারণ করিতে হইবে)
(ঘ)	তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়	তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নিম্নেবর্ণিত হারে বা কিস্তিতে প্রদান করিতে হইবেঃ (i) আনরেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র/বায়নাপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান সাপেক্ষে এবং ৩০০/- (তিনশত) টাকার জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ব্যাংকের একজন স্থায়ী কর্মচারীর নিকট হতে (যিনি ঋণ গ্রহণকারী কর্মচারীর পদ মর্যাদার নিম্নের হবেন না, একটি গ্যারান্টি বহাল থাকা অবস্থায় কোন কর্মচারী অন্য কোন ঋণের গ্যারান্টার/ জামিনদার হতে পারবেন না।) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিম্যান্ড প্রমিজরি নোট সম্পাদনপূর্বক নির্ধারিত সিলিং এর ২০% প্রদান করা যাইবে। তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট এর রেজিস্ট্রি বায়নাপত্র প্রদানের তারিখে/ রেজিস্ট্রি বায়নাপত্র প্রদানের পরে অগ্রিমের অবশিষ্ট ৮০% প্রদান করা যাইবে। অথবা, (ii) তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাটের ত্রিপক্ষীয় চুক্তিপত্র/ বায়নাপত্র	(i) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১+১=২ কিস্তিতে  (ii) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১ কিস্তিতে

4

8

৯

১১

		<p>রেজিস্ট্রার তারিখে/ রেজিস্ট্রিকৃত বায়নানামা দাখিলের পর নির্ধারিত সিলিং এর ১০০% প্রদান করা যাইবে। অথবা,</p> <p>(iii) রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র/বায়নানামা ব্যতীত সরাসরি তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রেঃ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ফ্ল্যাট/বাড়ি ব্যতীত নিজ/স্বামী/স্ত্রী এর নামে ইতিপূর্বে (এই নীতিমালার আওতায় অগ্রিম গ্রহণের পূর্বে) ক্রয়কৃত তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট এর উপর এই নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ণ সিলিং অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন। এক্ষেত্রে তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট বন্ধক প্রদানের তারিখে/বন্ধক প্রদানের পর নির্ধারিত সিলিং এর ১০০% টাকা অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।</p>	(iii) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১ কিস্তিতে
(ঙ)	নির্মাণাধীন বাড়ি/ ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে	<p>ক) (i) আনরেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র/বায়নাপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান সাপেক্ষে এবং ৩০০/- (তিনশত) টাকার জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ব্যাংকের একজন স্থায়ী কর্মচারীর নিকট হতে (যিনি ঋণগ্রহণকারী কর্মচারীর পদ মর্যাদার নিম্নের হবেন না, একটি গ্যারান্টি বহাল থাকা অবস্থায় কোন কর্মচারী অন্য কোন ঋণের গ্যারান্টার/ জামিনদার হতে পারবেন না।) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিম্যান্ড প্রমিজরি নোট সম্পাদনপূর্বক নির্ধারিত সিলিং এর ২০% প্রদান করা যাইবে। অথবা,</p> <p>(ii) রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র/বায়নানামা এবং ফ্ল্যাটের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান সাপেক্ষে নির্ধারিত সিলিং এর ৩০% প্রদান করা যাইবে।</p> <p>খ) সিলিং এর অবশিষ্ট (৮০% বা ৭০%) অর্থ রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র/বায়নাপত্রের শিডিউল মোতাবেক কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় ২-৫ কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে।</p>	ক) (i বা ii) ১ কিস্তিতে  খ) চুক্তিপত্র/ বায়নাপত্রের শিডিউল মোতাবেক কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় ২-৫ কিস্তিতে।

- (৩) সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার পর পরবর্তী কিস্তিসমূহ বিতরণ করা যাইবে।
- (৪) অগ্রিম আবেদনকারীদের মধ্য হইতে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অগ্রিম মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাইবে।
- (৫) ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারীগণ সেমিপাকা বাড়ি (ইটের দেয়াল এবং টিনের চাল) নির্মাণের জন্যও গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন।
- (৬) জমির বাজার মূল্য/মৌজা মূল্যের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেটি প্রাপ্য হবেন। অবশিষ্ট অর্থ নির্মাণ কাজের জন্য প্রাপ্য হবেন।
- (৮) গুপভিত্তিক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরিঃ ৪নং অনুচ্ছেদে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকা অনুযায়ী গুপভিত্তিক জমি/ ফ্ল্যাট/নির্মিত বাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, তবে-
- (১) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ০২ (দুই) জন হইতে হইবে;
- (২) অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীদের সমন্বয়ে/ যে কোন উপযুক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করা যাইবে;
- (৩) গুপভিত্তিক কর্মচারীগণের মধ্যে সিলিং এর প্রাপ্যতা অনুযায়ী অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;
- (৪) গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ফ্লোর বণ্টনের বিষয়ে রেজিস্টার্ড বন্টননামা চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;
- (৫) একাধিক গ্রুপ ঋণের জন্য আবেদন করিলে বাজেটে অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে;

4

14

16

15

(৬) গ্রুপের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গ্রুপের (সকল সদস্যের নাম উল্লেখপূর্বক) নামে জমি ক্রয় করিয়া ব্যাংকের নিকট বন্ধক প্রদান করিতে হইবে;

(৭) অগ্রিম বিতরণ করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বাড়ি/ফ্ল্যাটের নকশা, রাজউক/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;  
(৮) নির্মাণ কাজ চলাকালীন গ্রুপের কোন সদস্য মৃত্যুবরণ/চাকরিচ্যুত/চাকরি হইতে অব্যাহতি গ্রহণ/প্রাপ্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য বা সদস্যের পরিবার (মৃত সদস্যের ক্ষেত্রে) ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার অংশ গ্রুপের অন্য কোন সদস্যকে ঋণের দায়সহ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা ঋণের দায়সহ যে কোন উপযুক্ত নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে ঋণের দায়সহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হইলে অথবা গ্রুপের অন্য কোন সদস্য দায়সহ উক্ত অংশ গ্রহণ না করিলে, অগ্রিম গ্রহীতার ওয়ারিশগণ গ্রুপে থাকিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ নিজস্ব উৎস হইতে বহন করিতে হইবে। উল্লেখ্য, ফ্ল্যাট বন্টননামা রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্রে এই (৯) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত উল্লেখ করিতে হইবে।

(৯) অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপেরসকল সদস্য নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকবেন। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর অগ্রিম পরিশোধের বিষয়ে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। গ্রুপের কোন সদস্য তার অগ্রিম দায় পূর্ণ পরিশোধ করলে উক্ত সদস্যকে দায়মুক্তির সনদ প্রদান করিতে হইবে।

(১০) গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা যে কোন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হইলে তাহা মীমাংসার বিষয়ে ব্যাংকের কোন দায় থাকিবে না;

(১১) ইহা ছাড়া গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালার অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

### ৯। জমির পরিমাণ নির্ধারণঃ

ক) একক ঋণের ক্ষেত্রে: কর্মকর্তা/কর্মচারী যার নিজ নামে অথবা স্ত্রীর/স্বামীর নামে অথবা তাদের যৌথ নামে মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজউক অধীনস্থ এলাকা, সাভার পৌর এলাকা, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা, অন্যান্য এলাকায় নিষ্কটক জমি এবং বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্রাদি রয়েছে তারা এ অগ্রিম পাবার যোগ্য হবেন। তবে উক্ত ক্ষীমের আওতায় জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণার্থে অগ্রিম মঞ্জুরীর বিষয়ে যে এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যে পরিমাণ জমির উপর প্ল্যান অনুমোদন দেন সে পরিমাণ জমি ক্রয়ার্থে অনুমোদিত প্ল্যান দাখিল সাপেক্ষে কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি দেওয়া যাইবে।

খ) গ্রুপ ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে: গ্রুপ ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে যাদের মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজউক অধীনস্থ এলাকা, সাভার পৌর এলাকা, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা, অন্যান্য এলাকায় নিষ্কটক জমি এবং বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্রাদি রয়েছে তারা এ অগ্রিম পাবার যোগ্য হবেন। তবে উক্ত ক্ষীমের আওতায় জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণার্থে অগ্রিম মঞ্জুরীর বিষয়ে যে এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যে পরিমাণ জমির উপর প্ল্যান অনুমোদন দেন সে পরিমাণ জমি ক্রয়ার্থে অনুমোদিত প্ল্যান দাখিল সাপেক্ষে কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি দেওয়া যাইবে।

### ১০। পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি অথবা সিলিং বৃদ্ধির কারণে অগ্রিম মঞ্জুরিঃ

(১) কোন কর্মচারী পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি অথবা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং বৃদ্ধির কারণে যতবার গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন ততবারই তাহাকে/তাহাদেরকে বর্ধিত প্রাপ্য ঋণের অর্থ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাইবে। এই অগ্রিম তখনই মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাইবে, যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকে বা নির্মিত/নির্মাণাধীন/ গৃহের নবসজ্জা/সম্প্রসারণ করিবার জন্য এই বর্ধিত ঋণের প্রয়োজন হয়।

(২) পূর্বকার ঋণ/অগ্রিম পরিশোধে খেলাপি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এইরূপ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না।

### ১১। ঋণের নিরাপত্তাঃ

(১) অত্র নীতিমালার ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অগ্রিম প্রদান ও বিতরণ সংক্রান্ত ছকের মঞ্জুরির পরিমাণ কলামে উল্লিখিত শর্তাদি অত্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২) জমি ক্রয়/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত শেষ কিস্তি প্রদানের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে অগ্রিম গ্রহীতাকে উহা ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে। এক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণে অগ্রিম গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আরও ০৩ (তিন) মাস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইলে অতিক্রান্ত

4. A ৯৬



সময়ের জন্য প্রচলিত হারে (যেমন বিদ্যমান ৯%) সুদ চার্জ করা হইবে (ইহা সময় সময় পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত হার প্রযোজ্য হবে)। তৎপরবর্তী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে বন্ধক সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইলে সুদাসলে মানি রিকল (Re-call) করা হইবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে জমি/ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইলে কিংবা মানি রিকলে (Re-call) সুদাসলে সমুদয় পাওনা প্রতিশোধে ব্যর্থ হইলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক চাকুরী প্রবিধানমালার আলোকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রচলিত আইনানুগ (ফৌজদারী/দেওয়ানী মামলাসহ) ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। ইহা ছাড়া ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের মূল দলিল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিসচার্জডকৃত এস.আর.ও টোকেন (মূল দলিল প্রাপ্তির রশিদ) এর মূল কপি ও মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে। ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ব্যাংকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বহাল থাকিবে।

(৩) (ক) জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট রেজিষ্ট্রি বন্ধক সৃষ্টির পরবর্তীতে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের উপর unregistered memorandum of mortgage দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

(খ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বেচ্ছায় পেনশন ও ভবিষ্য তহবিল লিয়েনডুক্ত করিয়া তাহার প্রাপ্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং/কর্তন সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্য তহবিল হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এই মর্মে অঙ্গীকারপত্র দিতে হইবে। তাহার ভবিষ্য তহবিলের টাকা হইতে ব্যাংক নির্ধারিত ফর্মে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ক্ষমতা অর্পণপত্র জমা দিতে হইবে। এই ধরনের অঙ্গীকারপত্র ও ক্ষমতা অর্পণ পত্র উপযুক্ত স্ট্যাম্প দিতে হইবে। তবে যদি কেউ ভবিষ্য তহবিল লিয়েনডুক্ত না করিয়া শুধুমাত্র আনুতোষিকের ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করিতে চায় সেই ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা অনুযায়ী (পিএফ এর স্থিতি বিবেচনায় না নিয়া) অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।

(৪) প্রদত্ত অগ্রিম সুদ এবং আসলের পাওনাসহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত ব্যাংকের বরাবরে বন্ধককৃত সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ অন্যত্র বিক্রয়/হস্তান্তর/অবমুক্ত/পরিবর্তন বা দায়বদ্ধ করা যাইবে না। যদি কেহ এই শর্ত ভঙ্গ করেন তবে সমুদয় পাওনা টাকা এককালীন আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) নির্মাণ কাজ অবশ্যই রাজউক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে অগ্রিম প্রদানের পূর্বে নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমির কিংবা ক্রয়তব্য জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট এর মালিকানা স্বত্ব যাচাই করিবার নিমিত্ত অগ্রিম গ্রহীতাকে আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নে বর্ণিত দলিলাদি প্রদান করিতে হইবে (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী):

- (ক) চার্জ ডকুমেন্টস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- (খ) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি;
- (গ) রেজিস্টার্ড বা আনরেজিস্টার্ড বায়নানামা/চুক্তিপত্র (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);
- (ঘ) বিক্রেতার মালিকানা সংক্রান্ত মূল দলিল/সার্টিফাইড কপি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) এর সত্যায়িত অনুলিপিসহ আনুযায়িক কাগজপত্র;
- (ঙ) পাওয়ার অব এটর্নি;
- (চ) রেজিস্টার্ড বন্ধক দলিল (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);
- (ছ) মূল খরিদা স্বত্বের দলিল, নামজারী খতিয়ান, ডিসিআর, হালসনের খাজনা রশিদ (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);
- (জ) বায়া দলিলসমূহ (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);
- (ঝ) খরিদা দলিল হস্তান্তর না হইলে রেজিস্ট্রেশন অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত সাফ কবলা দলিলের এস.আর.ও টোকেন এবং মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);
- (ঞ) উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র;
- (ট) লীজপ্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখিবার বিষয়ে অনাপত্তিপত্র;
- (ঠ) সি.এস.এস.এ, আর.এস এবং সিটি জরিপসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি;
- (ড) মিউটেশন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রের মূল কপি(প্রেসেডিং এন্ড অর্ডারশীট);
- (ঢ) পূর্ববর্তী ১২ বছরের জন্য সম্পত্তির দায়মুক্ত সার্টিফিকেট (NEC);
- (ণ) হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের মূল রশিদ;
- (ত) রাজউক/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র;
- (থ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাড়ি নির্মাণের অনুমোদিত নকশা;
- (দ) অনুমোদিত নকশা ও অনুমোদন পত্র;

4

A

৩

৫

- (খ) নিজের অথবা স্বামী/স্ত্রীর নামে ইতিমধ্যে নির্মিত বাড়ির স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণপত্র;  
 (ন) প্লটের সয়েল টেস্টের রিপোর্ট;  
 (প) লোড বেয়ারিং এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধী সনদ;  
 (ফ) নির্মিতব্য বাড়ির ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং নির্মাণকাজের সুপারভিশন সনদ দাখিল করতে হবে;  
 (ব) সরকারি প্লট/হাউজিং প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আরও যে সকল কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করতে হবে (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী):  
 ১. প্লটের মূল বরাদ্দ পত্র;  
 ২. দখল হস্তান্তর পত্র;  
 ৩. মূল লীজ দলিল ও বায়া দলিল;  
 ৪. লীজ দাতা প্রতিষ্ঠান হতে বন্ধক অনুমতি পত্র।

(৭) সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে অগ্রিম প্রদানের পূর্বে জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির স্বত্ব দলিল, অন্যান্য কাগজপত্র ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা/প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে মালিকানা স্বত্ব নিশ্চিতকরণ এবং উহা ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে এই মর্মে সনদপত্র পাওয়া সাপেক্ষে অগ্রিম আবেদন বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

## ১২। অগ্রিম আদায়ঃ

(১) প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারির মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা অগ্রিম আদায়ের মাসিক কিস্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারির সমুদয় অগ্রিম ও সুদের বকেয়া প্রাপ্য অবসর সময়ের যাবতীয় আর্থিক সুবিধার সাথে সমন্বিত না হইলে, উক্ত প্রাপ্যতা অনুযায়ী যতটুকু অগ্রিম প্রদান করা সম্ভব ততটুকুই প্রদান করা যাইবে।

(২) প্রথমবার অগ্রিমের কিস্তি বিতরণের ১৮ (আঠার) মাস পর হইতে মাসিক কিস্তি কর্তন শুরু হইবে। তবে তৈরি বাড়ি/রেডি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১২ (বার) মাস পর হইতে কিস্তি কর্তন আরম্ভ হইবে।

(৩) অগ্রিম গ্রহীতা কোন কর্মচারির মাসিক কিস্তি কর্তন তাহার পি.আর.এল পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

(৪) কোন কর্মচারী চাকুরি হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে কিংবা পদত্যাগ করিলে কিংবা চাকরিচ্যুত হইলে তাহার ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি বলবৎ রাখা যাইবে না। এইসব ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ ঋণের বিপরীতে তাহার নিকট ব্যাংকের পাওনা অথবা ব্যাংকের নিকট তাহার কোন পাওনা থাকিলে উহার বিপরীতে সমন্বয় সাধন করা হইবে এবং সমন্বয় সাধনের পরও ব্যাংকের অতিরিক্ত পাওনা থাকিলে তাহা এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির মাধ্যমে অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে।

(৫) প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ কিস্তি বিতরণ পর্যন্ত প্রতিটি কিস্তি বিতরণের তারিখ হইতে ০৬ (ছয়)মাসের মধ্যে উহার সদ্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ ব্যাংককে অবহিত করিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণ ব্যতীত কেউ নির্ধারিত সময়ের (৬ মাস) মধ্যে উত্তোলিত কিস্তির অর্থ মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে সদ্যবহার করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক রেন্ট এবং আরও অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ ঋণের সমুদয় অর্থ ব্যাংককে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৬) এই নীতিমালার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের বিধান সত্ত্বেও কোন কর্মচারী নীতিমালার শর্তানুযায়ী অগ্রিম পরিশোধে ব্যর্থ হইলে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অথবা তাহার বৈধ প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী/স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ঋণের নিমিত্ত রক্ষিত জামানতাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী অ্যান্ট, ১৯১৩ সহ বিদ্যমান অন্য কোন বিধি বিধানের মাধ্যমে আদায় করিতে পারিবে।

(৭) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণকারী কোন কর্মচারী চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সমুদয় বকেয়া এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ইচ্ছা করলে নির্ধারিত কিস্তির অধিকহারে অগ্রিম ও উহার সুদ পরিশোধ করিতে পারিবেন অথবা পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও যে কোন সময় সুদসহ সম্পূর্ণ অগ্রিম এক সঙ্গে পরিশোধ করিতে পারিবেন। চাকুরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তার অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

(৯) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে পরিচালনা পর্ষদ উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পারিবারিক আর্থিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে তৎকর্তৃক গৃহীত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম এর সুদ মওকুফ করিতে পারবেন।

(১০) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর সুবিধা গ্রহণের সময় গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সাকুল্য পাওনা (সুদ+ আসল) তাহার প্রাপ্য

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten mark)*

আনুতোষিক এবং ভবিষ্য তহবিল হইতে কর্তন/সমন্বয় করতে পারবেন। অবসর গ্রহণকারী ইচ্ছা পোষণ করলে তাহার প্রাপ্য মাসিক পেনশনের ৮০% পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের মাসিক কিস্তি হিসাবে কর্তনযোগ্য হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত টাকা আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিল হইতে এককালীন কর্তন করিয়া অগ্রিমের সহিত সমন্বয় করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে আসলের অংশ সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট থাকলে উহা সুদের সহিত সমন্বয় হইবে। অগ্রিমের অবশিষ্ট পাওনা টাকা সম্ভাব্যক্ষেত্রে অবসরের তারিখ হইতে পরিশোধের পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সর্বমোট ১২ বছর কিংবা অনধিক ১৪৪টি সমান কিস্তিতে পেনশন হইতে আদায়ের নিমিত্ত মাসিক কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া (আসল পাওনা থাকলে উহার উপর ঐ সময়ের ব্যাংক রেট এবং অতিরিক্ত ২% সুদ আরোপযোগ্য হইবে) মাসিক কিস্তি আদায় সুনিশ্চিত করিতে হইবে। কোন মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে মৃত্যুর তারিখ হইতে উক্ত নিয়মে কিস্তির পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করিয়ে মাসিক কিস্তি আদায় করিতে হইবে।

### ১৩। সাধারণ নিয়মাবলীঃ

(১) কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুরি বাতিল বা অগ্রিম অংক হ্রাস/বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ি ক্রয়ের জন্য উক্ত জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির উপর বিক্রোতা কিংবা নিজ/স্ত্রী/স্বামীর নামীয় জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট এর ক্ষেত্রে তাহাদের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা না হইলে এইসব ক্ষেত্রে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৩) জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট বাবদ পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/পৌরকর ইত্যাদি হালনাগাদ পরিশোধপূর্বক তাহার রশিদ ব্যাংকের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির মালিকানা ও দখল স্বত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে এবং ইহার দরুন অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য ব্যাংক দায়ী থাকিবে না।

(৫) গৃহনির্মাণ ঋণের মঞ্জুরিপত্রের মেয়াদ মঞ্জুরের তারিখ হইতে ১৮ (আঠার) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৬) যে সকল কর্মচারী বর্তমানে পেনশন ভোগ করিতেছেন/চাকুরিচ্যুত হইয়াছেন/চাকুরি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন কিংবা অন্য যে কোনো কারণে চাকুরিরত নাই তাহাদের ঋণের মাসিক কিস্তি একটানা ১২(বার) মাস অনাদায়ী থাকিলে ঋণের সমুদয় বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত অনুচ্ছেদ-১২ অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির মালিকানা স্বত্ব, বাজারমূল্য/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌজা রেট ইত্যাদি প্রসঙ্গে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন জমা দিতে হইবে। এক্ষেত্রে-

(ক) প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রেঃ মানব সম্পদ বিভাগের একজন ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কমপক্ষে একজন ১০ম গ্রেডের প্রকৌশলী {অবশ্যই বিএসসি (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার হইতে হইবে} কর্তৃক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(খ) আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ের ক্ষেত্রেঃ আঞ্চলিক প্রধান (কমপক্ষে ৯ম গ্রেড) এবং একজন প্রকৌশলী {কমপক্ষে ১০ম গ্রেড, অবশ্যই বিএসসি (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার হইতে হইবে} কর্তৃক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৮) ব্যাংকের ফ্রেডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে এই নীতিমালার আওতায় অগ্রিম মঞ্জুরী ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তীহার উপর অর্পিত ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা তীহার অধিনস্ত অন্য কোন কর্মকর্তার উপর Delegate করিতে পারিবেন।

(৯) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদানে বিলম্ব হবার দরুন উদ্ভূত কোন পরিস্থিতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

(১০) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর জিপিএফ নম্বরই হইবে তাহার অগ্রিম হিসাব নম্বর।

### ১৪। ঋণের ফরমসমূহঃ

(১) গৃহ নির্মাণ ঋণের আবেদন ফরমঃ সংযুক্তি-১

(২) ঘোষণাপত্রঃ সংযুক্তি-২

(৩) অঙ্গীকার ও মনোনয়নঃ সংযুক্তি-৩

(৪) নিশ্চয়তানামা বন্ডঃ সংযুক্তি-৪

(৫) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর নিকট ইতঃপূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্পত্তি সমবন্ধক দানের স্মারকলিপিঃ সংযুক্তি-৫

(৬) জামিনদারের অঙ্গীকারনামাঃ সংযুক্তি-৬

4. H 76 15

- (৭) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ব্যবহারের প্রতিবেদনঃ সংযুক্তি-৭
- (৮) আবেদনকারীর ক্ষমতা অর্পণপত্র; সংযুক্তি-৮
- (৯) অগ্রিম মঞ্জুরীর সুপারিশপত্র; সংযুক্তি-৯
- (১০) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের প্রাপ্যতা নির্ণয়ের ক্যালকুলেশন; সংযুক্তি-১০
- (১১) পাওয়ার অব এটর্নি; সংযুক্তি-১১
- (১২) চার্জ ডকুমেন্টস; সংযুক্তি-১২

**১৫। পরিচালনা বোর্ডের বিশেষ ক্ষমতাঃ**

এই নীতিমালা বা ইহার যে কোনো অংশ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড সময়ে সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংশোধন করিতে পারিবে। এই নীতিমালার কোনো প্রবিধান, উপ-প্রবিধান কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে সেই ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭/০৭/২০২২  
 হাসনা হেনা মেন  
 এমসিআই আইসিপিও বিভাগ প্রধান  
 মানব সম্পদ বিভাগ  
 গ্রন্থাগার কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২৭.০৭.২০২২  
 মোঃ মারফত আলী  
 উপ-মহাব্যবস্থাপক (শ্রেণী)  
 বিভাগীয় প্রধান, মানব সম্পদ বিভাগ

4

AS

AS



..... শাখা / কার্যালয়

## গৃহ নির্মাণ অগ্রীমের আবেদন

১. আবেদনকারীর নাম :  
 ২. পিতা/ স্বামীর নাম :  
 ৩. পি এফ ইনডেক্স নং : আবেদনের তারিখে জ্যেষ্ঠতা নম্বর :  
 ৪. ঠিকানা : বর্তমান :  
 স্থায়ী :  
 ৫. বর্তমান পদবী : বেতন স্কেল :  
 ৬. বেতন সংক্রান্ত তথ্য :

মূল বেতন	মোট বেতন	নীট বেতন

৭. চাকুরিতে যোগদানের তারিখ : পদবী :  
 ৮. চাকুরিতে স্থায়ীকরণের তারিখ : জন্ম তারিখ : পি.আর.এল তারিখ :  
 ৯. প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ :  
 ১০. প্রার্থিত ঋণের উদ্দেশ্য :  
 ১১. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকলে মামলা নম্বর ও তারিখ :  
 ১২. নির্মাণের ক্ষেত্রে নকশা অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদন কর্তৃপক্ষ :  
 ১৩. অনুমোদন অনুসারে নির্মিতব্য/নির্মাণাধীন বাড়ীর প্লট এরিয়া :  
 ১৪. নির্মিতব্য/নির্মাণাধীন বাড়ির অনুমোদিত প্লট এরিয়ার অংশ বিশেষ নির্মাণ করতে চাইলে তার এরিয়া এবং বিবরণ :  
 ১৫. ফাউন্ডেশনের ধরন (ব্রিক/আর.সি.সি/সেমি পাকা) :  
 ১৬. প্রাক্কলন অনুসারে মোট নির্মাণ ব্যয় :  
 ১৭. নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে তার পরিমাণ :  
 ১৮. অতিরিক্ত অর্থের উৎস সম্পর্কে ঘোষণা :  
 ১৯. পূর্বে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত তথ্য :

- (ক) মোট মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ :  
 (খ) মোট উত্তোলিত টাকার পরিমাণ ও উদ্দেশ্য :  
 (গ) সর্বশেষ গৃহীত ঋণের উদ্দেশ্য ও তারিখসহ উত্তোলিত টাকার পরিমাণ :  
 (ঘ) নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণ দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ :  
 (ঙ) জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন হয়েছে কিনা :  
 (চ) জমির বন্ধক না হলে জামিনদারের নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল :

(ছ) জমি বন্ধক সম্পাদন করা হলে জমির তফসিল ও পত্র যোগাযোগের ঠিকানা :

(জ) জমির তফসিল :

(I)

জেলা	থানা	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ

(II) নির্মাণাধীন বাড়ি/ ফ্ল্যাটের পত্র যোগাযোগের ঠিকানা :

বাড়ির হোল্ডিং নম্বর	ফ্ল্যাট নং (ফ্লোর নং সহ)	সড়ক নং	সেক্টর/ গ্রাম/মহল্লা	ডাকঘর	থানা	জেলা

২০। (ক) গৃহীত অন্যান্য ঋণের বিবরণ (বেতন শাখা/ বেতন প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ) :

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| (১) মটর সাইকেল অগ্রিম : | (২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম : |
| (৩) কল্যাণ তহবিল :      | (৪) ভোক্তা ঋণ :                  |
| (৫) কম্পিউটার ঋণ :      | (৫) অন্যান্য :                   |

(খ) মাসিক বেতন হইতে কর্তনের পরিমাণ :

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| (১) গৃহ নির্মাণ ঋণ : | (২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম : |
| (৩) কল্যাণ তহবিল :   | (৪) মটর সাইকেল অগ্রিম :          |
| (৫) ভোক্তা ঋণ :      | (৬) কম্পিউটার ঋণ :               |
| (৭) অন্যান্য :       |                                  |

২১। আবেদনে বর্ণিত ঋণের মাসিক কিস্তি নির্ধারণ প্রস্তাব :

(কিছু উল্লেখ করা না হলে বাড়ি ভাড়া-ভাতা / সিলিং হবে মাসিক কিস্তি)

২২। স্বামী/স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী হলে আবেদনকারী ব্যতীত অন্যজন গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য :

২৩। অতিরিক্ত কোন তথ্য জ্ঞাতব্য থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে :

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী সর্বৈব সত্য। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও নিয়মাবলী আমি পালন করতে বাধ্য থাকবো। পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং এতৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রে ভুল ত্রুটি প্রমাণ হলে তার দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে এবং আমার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর :

(বিশেষ দৃষ্টব্য : ভুল তথ্য সম্বলিত ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।)

আবেদনের সাথে যে সকল কাগজপত্র দেয়া হবে তার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

যে সকল অনুচ্ছেদ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, সে সকল অনুচ্ছেদের বিপরীতে “প্রযোজ্য নয়” লিখতে হবে।

প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ/তথ্যাদি/ব্যখ্যা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

4

A

ঘোষণাপত্র

আমি ..... পিতা/স্বামী :

.....জিপিএফ নং ..... এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণের চাকুরিকালীন মাসিক পরিশোধ-কিস্তি আমার মাসিক বেতন হতে কর্তন করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম। বর্তমানে আমার সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত স্থিতির বিপরীতে কোনো প্রকার অফেরতযোগ্য ঋণ নেই। ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলের বিপরীতে অফেরতযোগ্য কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণ করবো না। আমার সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হিসাব হইতে কোনো প্রকার ফেরতযোগ্য ঋণ গ্রহণ করলেও তা আমি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমনের পূর্বেই পরিশোধ করবো এবং আমার বয়স ৫২ বৎসর পূর্তির পরও আমি সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখবো।

০২। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার চাকুরি হতে অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধার সহিত আমার জিপিএফ নং ..... এ জমাকৃত টাকার প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাংকে বিধি মোতাবেক আমার গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয়ের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।

০৩। আমি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নিম্নোক্ত কর্মচারীদের (এই ক্ষেত্রে সাক্ষী) সাক্ষাতে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

## স্বাক্ষীগণ :

০১। স্বাক্ষর

নাম :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

পদবী :

নাম :

জিপিএফ নং :

পদবী :

কর্মস্থল :

সভা নং :

কর্মস্থল :

০২। স্বাক্ষর

নাম :

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীর প্রতিস্বাক্ষর

পদবী :

(সীলমোহর ও তারিখসহ)

জিপিএফ নং :

কর্মস্থল :

4

H

অঙ্গীকার ও মনোনয়ন

আমি .....পিতা/স্বামী  
:.....জিপিএফ নং ..... এই মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি  
যে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণকালে অবসর সুবিধা বাবদ প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক  
সুবিধাদি বলতে পেনশনকালীন প্রাপ্য এককালীন পেনশন বেনিফিট, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ও অন্যান্য প্রাপ্তি  
ইত্যাদি বুঝাবে) হতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অনাদায়ী স্থিতি এককালীন সমন্বয় করতে পারবেন। এইরূপ অঙ্গীকার আমার  
অবর্তমানে আমার নমিনী (গণ) এর উপরও বর্তাবে।

০২। গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সমুদয় পাওনা পরিশোধ হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যু হলে আমার নিম্নবর্ণিত নমিনী (গণ)  
গৃহ নির্মাণ ঋণের সমুদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। ব্যাংকের পাওনা টাকা সম্পূর্ণ  
পরিশোধ করার নিমিত্ত বর্ণিত নমিনী(গণ)-এর স্বাক্ষর নিম্নে সত্যায়িত করা হলো।

নমিনী(গণ) :

ক্রমিক নং	নমিনীর নাম	বয়স	সম্পর্ক	মনোনীত অংশ (%)
১।				
২।				
৩।				
৪।				

০৩। আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে অত্র অঙ্গীকার ও মনোনয়নপত্রে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের  
সম্মুখে অদ্য ..... তারিখে স্বাক্ষর করলাম।

সাক্ষীগণ :

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর :

১। স্বাক্ষর :

নাম :

নাম :

সাভত নং-

জিপিএফ নং-

পদবী :

পদবী :

ঠিকানা :

ঠিকানা :

নমিনী(গণ) এর স্বাক্ষর (ক্রমানুসারে) :

২। স্বাক্ষর :

সত্যায়িত

নাম :

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

জিপিএফ নং-

পদবী :

ঠিকানা :

নমিনী(গণ) এর  
পাসপোর্ট আকারের  
সত্যায়িত ছবি

4

A



## নিশ্চয়তানামা বন্ড

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, .....শাখা/কার্যালয়/বিভাগ, .....-এ কর্মরত জনাব ....., পদবী : ....., পিতা : ....., মাতা : ....., স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম : ....., ডাকঘর : ....., থানা/উপজেলা: ....., জেলা: ..... যাকে অতঃপর “**অগ্রীম গ্রহীতা**” হিসাবে গণ্য করা হবে, (অগ্রীম গ্রহীতা শব্দ দ্বারা তাঁর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকে বুঝাবে), কর্তৃক ২০..... সনের ..... মাসের ..... তারিখে এই দলিল সম্পাদিত হলো।

০২। জনাব ....., পদবী : ....., পিতা : ....., গ্রাম : ....., ডাকঘর : ....., থানা/উপজেলা : ....., জেলা : ....., যিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের, যাহা অতঃপর ‘**ব্যাংক**’ হিসাবে উল্লেখিত হবে, অনুকূলে ‘**জামিনদার**’ হিসাবে গণ্য হবেন। (জামিনদার শব্দ দ্বারা উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকেও বুঝাবে)।

যেহেতু ঋণ গ্রহীতা এবং ব্যাংকের মধ্যে ..... খ্রি: তারিখে সম্পাদিত একটি চুক্তির (যাহা অতঃপর চুক্তি হিসাবে গণ্য হবে) আওতায় এবং তাতে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীন জমি ক্রয়/ভূমি উন্নয়ন/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতা .....০০ (.....) টাকা ঋণের জন্য ব্যাংকের নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করেছেন।

এবং যেহেতু ঋণ গ্রহীতা .....০০ (.....) টাকা মাত্র প্রদত্ত ঋণ ব্যাংক-কে পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য জামিনদারগণকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সেহেতু অত্র দলিলে লিখিত হলো যে :

সম্পাদিত ব্যাংক চুক্তি বিবেচনাপূর্বক উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতাকে .....০০ (.....) টাকা মাত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহীতা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, চুক্তির শর্তাবলী মোতাবেক গৃহীত ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদসহ সাকুল্য টাকা পরিশোধযোগ্য হওয়া মাত্র তিনি তা পরিশোধ করবেন এবং উপরোল্লিখিত জামিনদারগণ ধার্যকৃত সুদসহ উল্লেখিত ঋণের টাকা ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে যুক্ত এবং এককভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণের তারিখ হইতে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে তা সদ্যবহার করে প্রমানাদি ব্যাংকে জমা দিতে হবে। সদ্যবহারে ব্যর্থ হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ০৩(তিন) মাসের মধ্যে পুঞ্জিভূত সুদসহ ঋণের সমূদয় অর্থ ব্যাংকের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদারগণ এই দলিল পাঠ করে তার মর্ম অবগত হয়ে দলিলের প্রথমাংশে উল্লেখিত সন ও তারিখে তাঁদের নিজ নিজ স্বাক্ষর দান করলেন।

স্বাক্ষীগণ :

১।

(ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর)

জিপিএফ নং-

২।

(জামিনদারের স্বাক্ষর)

জিপিএফ নং-

A.

A

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর নিকট ইত:পূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে

প্রদত্ত সম্পত্তি সম-বন্ধক দানের স্মারকলিপি ।

আমি ..... প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, যা অত:পর "ব্যাংক" নামে অভিহিত হবে (এতদ্বারা তাঁদের উত্তরাধিকারী এবং মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাবে)-এর একজন কর্মচারী, পিতা : ....., গ্রাম :..... ডাকঘর : .....থানা/উপজেলা :....., জেলা : ....., বর্তমানে ..... পদে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক.....শাখা/কার্যালয়/বিভাগ..... এ কর্মরত এতদ্বারা স্বীকার করছি যে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধি, যাহা অত:পর 'উক্ত বিধি' বলে অভিহিত হবে (যা দ্বারা অত্র চুক্তিনামা অনুসারে বর্তমানে বলবৎ উক্ত বিধির যে কোন সংশোধন ও সংযোজনকে বুঝাবে) এর আওতায় নির্ধারিত সুদসহ আমাকে পূর্ব মঞ্জুরীকৃত টাকা .....০০ (কথায়- .....) এর জন্য সম-জিম্মা হিসাবে তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিলপত্রাদি যা ব্যাংকের বরাবরে জমা রাখা হলে তা অত্র দলিল সম্পর্কিত আমার সম্পত্তি এবং তার উপর ধার্যকৃত সুদের জামানত পূরণে পর্যাপ্ত হবে। আমি স্বীকার করছি যে তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিলপত্র সম্পর্কিত যে সম্পত্তি ও তার সুদের জন্য এই সম-জিম্মা প্রদান করা হলো তাহা উক্ত বিধি মোতাবেক নির্ধারিত উপচিত সুদসহ আমাকে উক্ত বিধির আওতায় মঞ্জুরীকৃত টাকা .....০০ (কথায়- .....) পরিশোধের নিরাপত্তা/জামিন/নিষ্কিত স্বরূপ ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্টি দায়ের অতিরিক্ত এবং আমি এতদ্বারা আরো স্বীকার করছি যে, ব্যাংক কর্তৃক চাহিবা মাত্র নিজ খরচে আমাকে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত টাকার আসল এবং তার উপর নির্ধারিত হারে উপচিত সুদসহ সমুদয় টাকা .....০০ (কথায়- .....) পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ব্যাংক যেরূপ চাবে সেরূপে, এবং সেরূপ বিক্রয়ের ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রবিধানসহ সেই সম্পত্তি আইন সংগত বন্ধকের মাধ্যমে ব্যাংকের বরাবরে বৈধ দ্বিতীয় / তৃতীয় ..... আইন সম্মত দায় অথবা বন্ধক সম্পাদন করবো। আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, দলিলপত্রে বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে আইন সম্মত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্টি দায় ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার দায় অথবা দায়ভারে আবদ্ধ নয়।

এতদ্বার্তে সেচছায় ও সজ্ঞানে ২০..... সনের ..... মাসের ..... তারিখে দস্তখত/স্বাক্ষর করলাম।

### সম্পত্তির তফসিল

জেলার নাম	থানার নাম	মৌজা	জে এল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ

উক্ত সম্পত্তি বর্তমানে আমার দখলে, যার সীমানা উত্তরে-..... দক্ষিণে-..... পূর্বে-..... পশ্চিমে-..... দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাঁর আইন সংগত স্বত্ব ও স্বার্থে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি।

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর :

বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

১) স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

সভত নং :

কর্মস্থল :

২) স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

সভত নং :

কর্মস্থল :

জামিনদারের অঙ্গীকারনামা

আমি ....., পিতা/স্বামী : ....., সাভত  
সূচক নং ..... এই মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, জনাব ..... এর  
গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নিশ্চয়তানামা বন্ডে জামিনদার হওয়ার পূর্বে অন্য কারো অগ্রিমের বিপরীতে আমার প্রদত্ত জামিন  
বর্তমানে বহাল নেই এবং আলোচ্য জামিন বহাল থাকা অবস্থায় অন্য কারো অগ্রিমের জন্য আমি জামিনদার হবো না  
মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি।

উক্ত ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হলে ব্যাংকের নিকট আমি আইনানুগভাবে দণ্ডনীয় হবো।

তারিখ :

জামিনদারের স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

বর্তমান কর্মস্থল :

4 RA

..... শাখা/কার্যালয়/বিভাগ, .....

**গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ব্যবহারের প্রতিবেদন**

**প্রথম অংশ : (সংশ্লিষ্ট ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূরণপূর্বক  
সহ্যবহার যাচাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে)।**

০১. ঋণ গ্রহণকারীর নাম :
০২. ভবিষ্য তহবিল সূচক নং :
০৩. পদবী :
০৪. বর্তমান কর্মস্থল :
০৫. মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের পরিমাণ :
০৬. সর্বশেষ কিস্তিতে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ :
০৭. অগ্রিমের টাকায় ক্রয়কৃত জমি/ নির্মাণাধীন ভবনের অবস্থান :

জেলা                      উপজেলা                      মৌজা                      জে.এল.নং                      খতিয়ান নং                      দাগ নং                      জমির পরিমাণ

০৮. নির্মাণ / তৈরী বাড়ি / ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে :

(ক) নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :

(খ) নকশা অনুমোদনের তারিখ :

(গ) অনুমোদিত নকশা অনুসারে প্লিহু এরিয়া :

(ঘ) কত তলা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে :

(ঙ) নির্মাণের ধরন : ব্রিক ফাউন্ডেশন / আর.সি.সি ফাউন্ডেশন / সেমিপাকা।

**দ্বিতীয় অংশ : (সহ্যবহার কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পূরণ করতে হবে।**

**ঋণগ্রহণকারী কমিটির সদস্যগণকে অনুমোদিত নকশা প্রদর্শন করবেন)।**

০১. জমি / ভবন ঋণগ্রহীতার নিরংকুশ দখলে আছে কি না :
০২. জমি / ভবন এলাকায় বসবাস উপযোগী রাস্তা / বিদ্যুৎ / পয়ঃ নিষ্কাশন / গ্যাস ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা এবং অন্য কোন আবাসিক ভবন বিদ্যমান কিনা (সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে)।
০৩. বর্তমানে কত তলা নির্মাণ সম্পন্ন আছে :
০৪. ইমারতের ধরন (সেমিপাকা/পাকা) :
০৫. প্লিহু এরিয়া :
০৬. ফাউন্ডেশনের ধরন (ব্রিক/আর.সি.সি/সেমিপাকা) :
০৭. সম্পাদিত কাজের বিবরণ (প্রযোজ্য অংশ পূরণীয়) :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	একক দর/মূল্য	টাকার পরিমাণ
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

০১. ভূমি উন্নয়ন
০২. ফাউন্ডেশনের মাটিকাটা
০৩. ফাউন্ডেশনের মাটি ভরাট
০৪. ভিটি বালু/ স্ট্যান্ড সিলিং
০৫. ডি পি পি ঢালাই
০৬. পাইলিং কাজ
০৭. ব্রিক সলিং (ফ্লোর ও ফাউন্ডেশন)
০৮. সি. সি. ঢালাই (ফ্লোর ও ফাউন্ডেশন)
০৯. ব্রিক ফাউন্ডেশন (প্লিহু পর্যন্ত)
১০. আর.সি.সি কাজ (রডসহ প্লিহু পর্যন্ত)
১১. ১০" ব্রিকের কাজ (প্লিহুর উপরে)
১২. ৫" ব্রিকের কাজ (প্লিহুর উপরে)
১৩. ছাদ ব্যতীত রডসহ আর.সি.সি কাজ (প্লিহুর উপরে)
১৪. জানালা / দরজার চৌকাঠ

4. 15

১৫. জানালা / দরজার পাল্লা
১৬. জানালার গ্রীল
১৭. বারান্দার গ্রীল
১৮. জানালার কাঁচ
১৯.  $\frac{1}{2}$  " ওয়াল প্লাস্টার
২০.  $\frac{3}{8}$  " প্লাস্টার (আর.সি.সি কাজের উপর)
২১. রডসহ আর.সি.সি ছাদ ঢালাই
২২. কাঠের রুফ ট্রাস
২৩. সি.আই.শীট. রুফিং
২৪. জি.আই. রিজিং
২৫.  $\frac{3}{2}$  " ছাদের প্লাস্টার
২৬. জানালা / দরজা রং
২৭. ডিস্টেমপারিং
২৮. হোয়াইট ওয়াশিং
২৯. কালার ওয়াশিং
৩০. লাইম ড্রেসিং
৩১. ফ্লোর / বাথ নেট সিমেন্ট ফিনিশিং
৩২. ফ্লোর / বাথ মোজাইক
৩৩. ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক
৩৪. টিউবওয়েল / মটর / পাম্প
৩৫. সেনিটারীর কাজ (ফিটিংসহ)
৩৬. পানি সরবরাহের কাজ
৩৭. গ্যাস সংযোগ
৩৮. বিদ্যুৎ সংযোগ
৩৯. বাউন্ডারী ওয়াল
৪০. কলাপসিবেল/ মেইনগেট
৪১. মজুদ মালামাল (যদি থাকে পৃথক তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)।

মোট ব্যয় :

৪২. অসম্পূর্ণ কাজের বিবরণ :
৪৩. অসম্পূর্ণ কাজের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়িতব্য টাকার পরিমাণ :
৪৪. আবেদনকারীকে প্রার্থীত ঋণ / কিস্তির টাকা প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত / সুপারিশ :
৪৫. কমিটির প্রত্যয়ন :

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গৃহ নির্মাণ ঋণের আলোচ্য ব্যবহার প্রতিবেদন সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে। সন্নিবেশিত তথ্যাদি আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক আছে।

সদস্য সচিব

সদস্য

সভাপতি

4

## আবেদনকারীর ক্ষমতা অর্পণপত্র

আমি ..... পিতা/স্বামী..... পদবি.....  
 বর্তমান কর্মস্থল ..... জিপিএফ নম্বর ..... বর্তমান  
 ঠিকানা..... স্থায়ী  
 ঠিকানা..... এই মর্মে প্রবাসী কল্যাণ  
 ব্যাংক-কে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি যে, ব্যাংক হইতে গৃহীত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম যাহা আমাকে প্রদান করা হইয়াছে তাহার  
 সুদসহ সমুদয় পাওনা আমার ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে ব্যাংক সমন্বয় করিতে পারিবে। এ ব্যাপারে আমার কোন  
 আপত্তি থাকিবে না। এ ক্ষমতা অর্পণপত্র আমার ওলি-ওয়ারিশ, বৈধ প্রতিনিধি এবং বংশানুক্রমে বলবৎ থাকিবে। এ ব্যাপারে  
 কোন আপত্তি প্রদান করা হইলে তাহা আইনত অচল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এতদ্বারা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে সুস্থ্য শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অদ্য ..... তারিখে নিম্ন বর্ণিত  
 স্বাক্ষীগণের সম্মুখে অত্র ক্ষমতা অর্পণপত্রে স্বাক্ষর সম্পাদন করলাম।

.....  
 ক্ষমতা অর্পণ প্রদান কারীর পূর্ণ স্বাক্ষর (অফিসিয়াল)  
 পদবীঃ  
 জিপিএফ নম্বরঃ

## স্বাক্ষীঃ

- ১। স্বাক্ষর :  
 নাম :  
 জিপিএফ নম্বর :  
 অফিস :  
 তারিখ :  
 ২। স্বাক্ষর :  
 নাম :  
 জিপিএফ নম্বর :  
 অফিস :  
 তারিখ :

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক  
 সত্যায়িত করা হইল

ক্ষমতা অর্পণকারীর স্বাক্ষর নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক  
 সত্যায়িত করা হইল

.....  
 অফিস/বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর  
 (নাম ও পদবীসহ সীল)

.....  
 অফিস/বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর  
 (নাম ও পদবীসহ সীল)



# প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সংযুক্তি ৪ '৯'

## অগ্রিম মঞ্জুরীর সুপারিশ পত্র

(অফিসের ব্যবহারের জন্য)

০১।	নাম	:
০২।	জি.পি. এফ নম্বর	:
০৩।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	:
০৪।	চাকুরীতে স্থায়ীকরণের তারিখ	:
০৫।	পদবী	:
০৬।	বর্তমান বেতনস্কেল (গ্রেড এবং মূল বেতন)	:
০৭।	অবসর (পিআরএল) গ্রহণের তারিখ	:
০৮।	প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের মাসিক কিস্তি	:
০৯।	সর্বশেষ গৃহীত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য (অর্থ বছর উল্লেখ করতে হবে)	:
১০।	বন্ধকী/বায়নাকৃত জমির অবস্থান (তফসিলসহ)	:
১১।	ব্যাংকের অনুকূলে জমি মর্গেজ করা হইয়াছে কি-না/ মর্গেজ দলিল নম্বর ও তারিখ	:
১২।	মর্গেজ না হইয়া থাকিলে উহার কারণ	:
১৩।	বন্ধকী/বায়নাকৃত জমির বর্তমান বাজার মূল্য	:
১৪।	বর্ধিত সিলিং কতবার গ্রহণ করা হইয়াছে	:
১৫।	( আবেদনকৃত) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের উদ্দেশ্য ( জমি ক্রয়/বাড়ী নির্মাণ/সংস্কার/সম্প্রসারণ/পুনঃ নির্মাণ/তৈরী বাড়ী বা ফ্ল্যাট ক্রয়)	:
১৬।	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার কেস নম্বর ও গৃহীত অগ্রিমের পরিমাণ	:
১৭।	অগ্রিমের শেষ চেক গ্রহণের তারিখ	:
১৮।	সমাপ্তি রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	:
১৯।	অগ্রিমের মাসিক কিস্তির পরিমাণ (রিসিডিউল হইয়া থাকিলে উহার তারিখ)	: টাঃ
২০।	খেলাপী অগ্রিমের পরিমাণ	: (ক) আসল- : (খ) সুদ- মোট.....
২১।	ইতিপূর্বে নিম্ন বর্ণিত কাজের জন্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন কিনা?	:
	(ক) অগ্রিমের খেলাপী/মাসিক কিস্তি সমন্বয়ের জন্য (নিয়ে থাকলে অর্থ বছর উল্লেখ করতে হবে)	:
	(খ) অগ্রিমে নির্মিত বাড়ী সংস্কারের জন্য (নিয়ে থাকলে অর্থ বছর উল্লেখ করতে হবে)	:
২২।	বর্তমানে মোট পাওনা (আসল+সুদ)	: টাঃ

4. 18

২৩।	কত তলার জন্য অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে	:
২৪।	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) নম্বর	:
২৫।	সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে মাসিক চাঁদার পরিমাণ	: টাঃ
২৬।	..... তারিখে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি	: টাঃ
২৭।	..... তারিখে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের উপর আগামের ব্যালেন্স ফেরত যোগ্য/অফেরতযোগ্য	: টাঃ
২৮।	মূল বেতন	: টাঃ
২৯।	মাসিক বাড়ী ভাড়া ভাতা	: টাঃ
৩০।	গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রদত্ত অগ্রিমের আসলের পুঞ্জীভূত পরিমাণ	: টাঃ
৩১।	..... তারিখ পর্যন্ত অগ্রিমের আসল ব্যালেন্স	: টাঃ
৩২।	..... তারিখ পর্যন্ত অগ্রিমের সুদ ব্যালেন্স	:
	(ক) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ প্রদত্ত অর্থের ব্যালেন্স (পিআরএল গমনকালীন)	: আসলঃ : সুদঃ
	(খ) ..... তারিখে অবসর গমনকালীন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ প্রদত্ত অগ্রিমের সম্ভাব্য সুদের ব্যালেন্স	: টাঃ
	(গ) অবসর কালীন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম খাতে সর্বমোট পাওনার পরিমাণ {৩৩(ক)+৩৩(খ)}	
৩৩।	(ক) নীতিমালার ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের প্রাপ্য সিলিং	: টাঃ
	(খ) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের প্রাপ্য সিলিং (নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্ভাব্য আনুতোষিক ..... টাকা+ সম্ভাব্য ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি ..... টাকা মোট ..... টাকা	: টাঃ
৩৪।	অবশিষ্ট/প্রাপ্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের পরিমাণ	: টাঃ
<b>পরিবেশিত তথ্য যাচাই করিয়া সঠিক পাওয়া গেল</b>		
	অফিসার/ সিনিয়র অফিসার	সিনিয়র অফিসার (হিসাব)
	সিনিয়র অফিসার/ প্রিন্সিপাল অফিসার (হিসাব)	
৩৫।	(ক) চলতি অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ	: টাঃ
	(খ) সুপারিশকৃত টাকার পরিমাণ	: টাঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আমি দাপ্তরিকভাবে আবেদনকারীর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সংক্রান্ত কাগজ/দলিল পত্রাদি এবং অগ্রিম প্রাপ্যতা পরীক্ষা করিয়াছি। উহা সঠিক আছে।

তারিখঃ .....

.....  
সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর  
(নাম ও পদবীসহ সীল)

4



মঞ্জুরীর অনুমোদন সংক্রান্ত

জনাব ..... কে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ  
.....টাকা (কথায় ..... ) মঞ্জুর করা  
হইল।

..... স্বাক্ষর ও সীল	..... মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) স্বাক্ষর ও সীল	..... উপব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষর ও সীল	..... ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষর ও সীল
-------------------------	--	--	--

4. H

বিষয়ঃ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের প্রাপ্যতা নির্ণয়ের ক্যালকুলেশন

নামঃ	বেতনস্কেলঃ
পদবীঃ	মূলবেতনঃ
জিপিএফ নম্বরঃ	বেতন বৃদ্ধির হারঃ
জন্ম তারিখঃ	অবসর গ্রহণের তারিখ (পিআরএল শেষে)
চাকুরীর অবশিষ্ট মেয়াদ (পিআরএল সহ) ... বছর	অবসর গমনকালীন সম্ভাব্য মূল বেতনঃ

১। সম্ভাব্য আনুতোমিকঃ

২। সম্ভাব্য ভবিষ্য তহবিল স্থিতিঃ

ক) বর্তমান ব্যালেন্সের জন্য	:
খ) মাসিক চাঁদার জন্য	:
গ) বা. বে. বৃদ্ধির চাঁদার জন্য	:

মোটঃ

৩। সম্ভাব্য আনুতোমিক ও ভবিষ্য তহবিলের যোগফলঃ

৪। গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সম্ভাব্য স্থিতি (বিদ্যমান অগ্রিমের ভিত্তিতে)

ক) ইতোপূর্বে গৃহীত মোট অগ্রিমের পরিমাণ	:
খ) বর্তমান ব্যালেন্স (তারিখঃ )	:

১) আসল :

২) সুদ :

মোটঃ

৫। ক) বর্তমান বছরে সুপারিশকৃত অগ্রিমের পরিমাণ	:
খ) নতুন কিস্তির সম্ভাব্য পরিমাণ	:
গ) ভবিষ্যতে কর্তনযোগ্য কিস্তির সংখ্যা ও পরিমাণ	:

৬। অবসর গ্রহণের তারিখে গৃহীত মোট অগ্রিমের সম্ভাব্য স্থিতিঃ

আসলঃ

\*সুদঃ

মোটঃ

\*সুদ হিসাবায়নের কপি সংযুক্ত।

4. 15

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ হিসাবায়ন

(অগ্রিমের মূল টাকা  $\times$  সুদের হার  $\times$  ৩১/৩৬৫) + (অগ্রিমের মূল টাকা - চাকরীর অবশিষ্ট মেয়াদ 'মাস'  $\times$  বর্তমান মাসিক কিস্তি)  $\times$  সুদের হার  $\times$  ৩১/৩৬৫}  $\times$  ১২  $\times$  চাকরীর অবশিষ্ট

মেয়াদ

২

4c      st